সূচীপত্র

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমর বিল মা'রূফ
ও
নাহি 'আনিল মুনকার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১৩১

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تأليف : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪৩ হি./মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/জানুয়ারী ২০২২

২য় প্রকাশ

যুলহিজ্জাহ ১৪৪৩ হি./শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/জুলাই ২০২২ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৮০ (আশি) টাকা মাত্র

Amr bil Ma`roof O Nahi `Anil Munkar (Promotion of Virtue and Prevention of Vice) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara (Aam chattar), Airport Road, Rajshahi, Bangladesh. Ph : 88-0247-860861, 88-01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. hadeethfoundationbd.com

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
২য় সংস্করণের ভূমিকা	০৫
আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার	০৭
আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর প্রধান দায়িত্বশীলগণ	০৯
শ্রেষ্ঠ উম্মত কোন হিসাবে?	১৩
আমর বিল মা'রূফ হবে কোন পথে?	১৬
আমর বিল মা'রূফ-এর প্রধান দু'টি বিষয়বস্তু	২১
আমর বিল মা'রূফ-এর ফযীলত	২৫
আমর বিল মা'রূফের দাঈদের সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকতে হয়	২৯
আমর বিল মা'রূফ-এর দাঈকে সাহায্যকারীর মর্যাদা	৩০
আমর বিল মা'রূফ-এর পূর্বশর্ত	৩৩
আমর বিল মা'রূফ-এর দাঈদের গুণাবলী	৩৬
আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের প্রকারভেদ	৪৫
দাওয়াত দান, না বিজয় সাধন?	৪৬
দাওয়াত হবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের প্রতি, আংশিক দ্বীনের প্রতি নয়	৪৬
দাওয়াত : আল্লাহ্র পথে অথবা ত্বাগূতের পথে	৪৭
আরেকটি দাওয়াত যা তাগূতের সাথে আপোষকামী	৪৮
সংখ্যা কখনো সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড নয়	৪৯
হক ও বাতিল সর্বদা আপোষহীন	৫০
দাওয়াত ও জিহাদ	৫১
হকপন্থীদের স্তরভেদ	৫৩
কৃপণের পরিণতি	৫৪
দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব	৫৫
আমর বিল মা'রূফ-এর পদ্ধতি	৫৭
(১) প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া	৫৭
(২) উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা	৬০
(৩) দূরদর্শিতার সাথে সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত দেওয়া	৬১
(৪) মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করা ; (৫) মধ্যপন্থী হওয়া	৬২
(৬) সহজ পথ বেছে নেওয়া	৬৪
(৭) আমল পরিবর্তনের চাইতে আক্বীদা পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেওয়া	৬৬
(৮) বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা	৬৯
(৯) সমাজ সংস্কারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা	৭১

দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্র সমূহ ৭৩
(১) পরিবার ৭৩
(২) আত্মীয়-স্বজন ৭৫
(৩) বন্ধু-বান্ধব ৭৭
(৪) প্রতিবেশী ও সমাজ ৮০
শ্রেষ্ঠ জাতির বৈশিষ্ট্য ৮২
দাওয়াত না দেওয়ার পরিণতি ৮৮
দাওয়াতেই বিশ্বজয় ৮৯
দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি ৯০
আল্লাহ্র নিখাদ দাঈদের সাথী হওয়া অপরিহার্য ৯১
চারটি গুণবিশিষ্ট দাঈগণ ক্ষতি হ'তে মুক্ত ৯১
হকপন্থী আলেম ও বক্তাদের কর্তব্য ৯১
আল্লাহ্র পথের দাঈগণের ১২টি দৃষ্টান্ত ৯৬
(১) আবু হাযেম সালামাহ বিন দীনার ৯৬
(২) ইমাম আওযাঈ ৯৯
(৩) ইমাম আবু হানীফা ও খলীফা মানছূর ১০৩
(৪) ক্বাযী ওমর বিন হাবীব ও খলীফা হারূণুর রশীদ ১০৫
(৫) আবুবকর নাবলুসী ও মু'ইয লিদ্বীনিল্লাহ ১০৬
(৬) বিচারপতি মুনযির বিন সাঈদ ও আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ১০৮
(৭) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও তাতার সেনাপতি গাযান ১১১
(৮) ইমাম নববী ও যাহের বায়বারাস ১১৪
(৯) ইয্ বিন আব্দুস সালাম ও সিরিয়ার শাসক ইসমাঈল ১১৫
(১০) আযহারী আলেম ও মিসরের শাসক ইসমাঈল পাশা ১১৮
(১১) শায়েখ হাসান আল-'আদাভী ও ওছমানীয় খলীফা আব্দুল আযীয ১২১
(১২) মুছতফা সিবাঈ ও সিরিয়ার সেনাপতি শীশাকলী ১২২
অন্যান্য ৭টি দৃষ্টান্ত ১২৫
(১) সাঈদ বিন জুবায়ের ১২৫
(২) ইমাম আবু হানীফা ১২৮
(৩) ইমাম মালেক বিন আনাস ১৩১
(৪) ইমাম শাফেঈ ১৩২
(৫) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ১৩৬
(৬) শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ ১৪১
(৭) হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ ১৫৫
উপসংহার ১৫৭

بسم الله الرحمن الرحيم

২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة المؤلف للطبعة الثانية)

দোষে-গুণে মানুষ। নবীগণ ব্যতীত অন্য মানুষের মধ্যে মন্দ প্রবণতা আপেক্ষিকভাবে বেশী। তাই সর্বদা তাদেরকে মন্দ থেকে ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনা মানুষের জন্যই মঙ্গল। মুসলিম উম্মাহ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। বরং এটিই হ'ল উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের রূহ। এটি না থাকলে তার শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না। বরং সে মুক-বধির ও চেতনাহীন একটি মৃত জাতিতে পরিণত হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ যদি পরকালীন স্বার্থে হয়, তাহ'লে ব্যক্তি ও সমাজ উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। আর যদি সেটি দুনিয়াবী স্বার্থে হয়, তাহ'লে তা কোন স্থায়ী ফল দান করেনা?

আলোচ্য বইয়ে আমরা উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রধান দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। যা অধিকাংশ মানুষের কল্যাণে আসবে বলে মনে করি।

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১৩, ১৬/৯ সংখ্যায় 'দরসে কুরআন' কলামে প্রথমে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর সেটি জানুয়ারী ২০২২-য়ে বই আকারে প্রকাশিত হয়। অতঃপর বইটির চাহিদা বিবেচনা করে কিছুটা বর্ধিত কলেবরে ২য় সংস্করণ বের হ'ল। যাতে ৭টি দৃষ্টান্ত নতুনভাবে যোগ হয়েছে। যা হকপন্থীদের জন্য আশু ফল দান করবে বলে আশা করি।

বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততির জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী
২৮শে জুলাই ২০২২ বৃহস্পতিবার।

বিনীত
লেখক।

আল্লাহ বলেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ–

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত' *(নাহ্ল-মাক্কী ১৬/১২৫)*।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার

আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ، (آل عمران ١١٠)-

‘তোমরাই হ’লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে’ *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১১০)*।

অত্র আয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতির প্রধান দু’টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। এর পরেই বলা হয়েছে وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ، ‘এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে’। এখানে ঈমান আনার বিষয়টি পরে আনার কারণ হ’ল আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। এ গুণটি সকল মানুষের মধ্যে কমবেশী আছে এবং সকলে এর মর্যাদা স্বীকার করে। কিন্তু অন্যেরা দুনিয়াবী স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় একাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও ইহূদী-নাছারাগণ এ থেকে দূরে থাকত। আল্লাহ বলেন, كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ- ‘তারা যেসব মন্দ কাজ করত, তা থেকে কেউ কাউকে নিষেধ করত না। তাদের কাজগুলি ছিল অতীব নিন্দনীয়’ *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৭৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، ‘তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে কেবল একারণে যে, যখন তাদের সম্ভ্রান্ত

লোকদের কেউ চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বলদের কেউ চুরি করত, তখন তারা তার উপরে দণ্ড প্রয়োগ করত'।[১] মুসলমানদের মধ্যেও যারা দুনিয়াদার ও কপট বিশ্বাসী তাদের চরিত্র ইহূদী-নাছারাদের মতোই। ফলে তারাও একাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলেন, اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، 'মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে' *(তওবা-মাদানী ৯/৬৭)*। পক্ষান্তরে প্রকৃত মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، 'আর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে' *(তওবা-মাদানী ৯/৭১)*।

ইহূদী-নাছারা ও মুনাফিকদের স্বার্থদুষ্ট চরিত্রের বাইরে এসে প্রকৃত ঈমানের সাথে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে 'আমর বিল মা'রূফ'-এর দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই কেবল মুসলিম উম্মাহ্র 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হওয়া নির্ভর করে।

এর মাধ্যমে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের বানোয়াট সংস্কার বা তাদের রচিত বিধান আমর বিল মা'রূফ হিসাবে গৃহীত হবে না। বরং এর সঠিক মানদণ্ড হবে 'ঈমান'। অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত সত্য বিধানই হ'ল মা'রূফ ও মুনকারের প্রকৃত মানদণ্ড। কেননা বান্দার প্রকৃত কল্যাণকামী হ'লেন তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাঁর বিধানই বান্দার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের চাবিকাঠি। তাঁর আদেশ-নিষেধই হ'ল প্রকৃত অর্থে মা'রূফ ও মুনকার। নিঃসন্দেহে শরী'আত অনুমোদিত বিধানই হ'ল মা'রূফ বা সৎকাজ এবং শরী'আতে নিষিদ্ধ বিষয় হ'ল মুনকার বা অসৎকাজ। মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় আসীন হ'তে হ'লে সেটাই মেনে চলতে হবে। আর সেকথাটাই বলে দেওয়া হয়েছে আয়াতের শেষ দিকে 'তোমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান রাখবে' একথা বলার মধ্যে। কেননা দুনিয়াবী স্বার্থের চাপে মুমিনরাও অনেক সময় প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের তাবেদারী করে। যা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন থেকে নামিয়ে দেয়।

---

১. বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮; মিশকাত হা/৩৬১০ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়-১৭, অনুচ্ছেদ-২, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর প্রধান দায়িত্বশীলগণ

(قدوات المسؤولين للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)

এরা হ'লেন মূলতঃ (১) সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতাগণ (২) বিচারক ও বিচারপতিগণ (৩) ওলামা ও শিক্ষকগণ। যদিও আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব সকল মুমিনের উপর সমান। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ– 'তোমাদের যে কেউ মুনকার কিছু দেখবে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। না পারলে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করে, না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটি হ'ল দুর্বলতম ঈমান।[২] তিনি বলেন, وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ– 'এর পরে তার মধ্যে আর ঈমানের সরিষাদানা পরিমাণও অবশিষ্ট থাকবে না'।[৩]

(১) সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতাগণ : আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلاً– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই হ'ল কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা-মাদানী ৪/৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِّرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ– 'আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে লোকদের

২. মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ-১ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
৩. মুসলিম হা/৫০; মিশকাত হা/১৫৭ 'ঈমান অধ্যায়-১ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ-৫ রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

উপরে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন, অতঃপর সে তাদের উপর খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তার উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন'।[৪]

(২) বিচারক ও বিচারপতিগণ : সুবিচারক ব্যক্তি ও আদালতের বিচারপতিগণ সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ। তাদের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার টিকে থাকে এবং সমাজ স্থিতিশীল থাকে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا– 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নিসা-মাদানী ৪/১৩৫)*। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের গ্রন্থাগারের প্রবেশদ্বারে ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ বাণী হিসাবে পবিত্র কুরআনের অত্র আয়াতটি ইস্পাতের সাইনবোর্ডে খোদাই করে লিপিবদ্ধ রয়েছে *(দৈনিক ইনকিলাব ৬ই জানুয়ারী ২০২০ পৃ. ৬)*। অথচ ঢাকা হাইকোর্টের সামনে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসাবে গ্রীক দেবী থেমিসের তলোয়ারধারী ও শাড়ি পরিহিতা পূর্ণদেহী প্রস্তর মূর্তি প্রথমে ২০১৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রাতে, অতঃপর ২০১৭ সালের ২৫শে মে থেকে অ্যানেক্স ভবনের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে *(দ্র. সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০১৭, ২০/১০ সংখ্যা)*।

বিচারক তিন শ্রেণীর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ

৪. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম হা/১৪২; মিশকাত হা/৩৬৮৬, রাবী মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ)।

عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ– 'বিচারক তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণী জান্নাতী এবং অপর দুই শ্রেণী জাহান্নামী। জান্নাতী হ'লেন সেই বিচারক, যিনি সত্যকে জেনে-বুঝে সেমতে ফায়ছালা দেন। আর জাহান্নামী হ'ল সেই বিচারক, যে সত্যকে জানার পর অন্যায় বিচার করে। আর যে বিচারক অজ্ঞতাবশে ফায়ছালা দেয়, সেও জাহান্নামী'।[৫] অতএব সমাজের বিচারকগণ এবং আদালতের বিচারপতিদের যেকোন মূল্যে নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং সকল প্রকার আবেগ পরিহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَّمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا– 'আল্লাহ্র নিকট ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ দয়াময়ের ডান পার্শ্বে আলোকোজ্জ্বল মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হাতই ডান হাত। যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার অধীনস্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ' *(মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০)*।

(৩) ওলামা ও শিক্ষকগণ : আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাত্বির-মাক্কী ৩৫/২৮)*। তিনি বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে খবর রাখেন' *(মুজাদালাহ-মাদানী ৫৮/১১)*। তিনি আরও বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُو الْأَلْبَابِ– 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান

৫. আবুদাঊদ হা/৩৫৭৩; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৩৭৩৫ রাবী বুরায়দা আসলামী (রাঃ)।

করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানবান লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৯)*।

একবার মক্কার গভর্ণর নাফে' বিন আব্দুল হারেছ খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সাথে (জেদ্দার নিকটবর্তী) ওসফানে সাক্ষাৎ করেন। তখন খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করেন, এই এলাকায় তুমি কাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছ? তিনি বললেন, ইবনু আব্যাকে। জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? তিনি বললেন, আমাদের মুক্তদাসদের একজন। খলীফা বললেন, তুমি দাসদের একজনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে? উত্তরে গভর্ণর বললেন, সে আল্লাহ্র কিতাবের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সে মীরাছ বণ্টন বিষয়ে অভিজ্ঞ। তখন খলীফা বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের নবী এজন্যই বলে গিয়েছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ– 'আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে একদলকে উঁচু করেন ও আরেকদলকে নীচু করেন' *(মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، 'আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব আবেদের উপর যেমন পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব নক্ষত্ররাজির উপর' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৪১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২১২)*। প্রকৃত আলেমের অবর্তমানে ইসলাম উঠে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا– 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম টেনে বের করে নিবেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন তিনি কোন আলেমকেই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা জাহিলদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে। কিন্তু তারা বিনা ইলমেই ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে' *(বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬)*। অতএব আল্লাহভীরু ও যোগ্য আলেমদের নিকট থেকেই ফৎওয়া গ্রহণ করতে হবে।

একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন,

إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ كَثِيرٌ مَّن يَّعْطِي يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاَةَ وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ يُبَدُّونَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ مَّن يَّسْأَلُ قَلِيلٌ مَّنْ يُعْطِي يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ-

'তুমি এখন এমন এক যুগে বাস করছ, যেখানে ফক্বীহ তথা বিজ্ঞ আলেমের সংখ্যা বেশী এবং ক্বারীর তথা সাধারণ আলেমের সংখ্যা কম। এ যুগে কুরআনের হুদূদ তথা বিধি-নিষেধ সমূহ পালন করা হয়। শব্দের দিকে কম মনোযোগ দেওয়া হয়। এ যুগে প্রার্থীর সংখ্যা কম এবং দাতার সংখ্যা বেশী। এ যুগের লোকেরা ছালাত দীর্ঘ করে এবং ভাষণ সংক্ষিপ্ত করে। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণের পূর্বেই আমলের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন একটা যুগ আসবে, যখন বিজ্ঞ আলেমদের সংখ্যা কম হবে এবং ক্বারী বা সাধারণ আলেমদের সংখ্যা বেশী হবে। তখন কুরআনের শব্দ সমূহকে হেফাযত করা হবে অর্থাৎ হাফেযের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআনের বিধি-বিধান সমূহ অকার্যকর হবে। প্রার্থী বেশী হবে, দাতা কম হবে। তখন লোকেরা ভাষণ দীর্ঘায়িত করবে এবং ছালাত সংক্ষিপ্ত করবে। আর তারা আমলের পূর্বে খেয়ালখুশীর প্রতি অগ্রগামী হবে'।[৬]

শ্রেষ্ঠ উম্মত কোন হিসাবে? (خير أمة من أى جهة؟)

خَيْرَ أُمَّةٍ، বা 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' কথাটি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। ইসলামের স্বর্ণযুগে নৈতিক ও বৈষয়িক উভয় দিক দিয়ে মুসলিম উম্মাহ অপরাজেয় বিশ্বশক্তি ছিল। পরবর্তীতে খেলাফতহারা মুসলমান রাজনৈতিক শক্তিতে দুর্বল হয়ে গেলেও খালেছ ঈমানের কারণে তারা সামাজিক জীবনে শ্রেষ্ঠ এবং আখেরাতে 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হিসাবে বরিত হবেন। কারণ তারা ক্বিয়ামতের দিন মানবজাতির উপরে সাক্ষ্যদাতা হবেন *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৪৩)*।

৬. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/৫৯৭; ছহীহাহ হা/৩১৮৯।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَجِىءُ النَّبِىُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِىُّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ وأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلَّغَكُمْ هَذَا فَيَقُولُونَ لاَ، فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَيُدْعَى وَأُمَّتُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلَّغَ هَذَا قَوْمَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُقَالُ وَمَا عِلْمُكُمْ فَيَقُولُونَ جَاءَنَا نَبِيُّنَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى (وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا) قَالَ يَقُولُ عَدْلاً (لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً-

'ক্বিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীদের ডাকা হবে এবং বলা হবে, তোমরা কি তোমাদের সম্প্রদায়ের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলে? সকলে বলবেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তখন তাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়কে ডাকবেন ও জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু তারা বলবে, না (আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসেননি -*বুখারী*)। তখন আল্লাহ নবীদের বলবেন, তোমাদের সাক্ষী কোথায়? তারা বলবেন, আমাদের সাক্ষী হ'লেন মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মতগণ। তখন তাদের ডাকা হবে এবং তারা বলবে, হ্যাঁ। নবীগণ স্ব স্ব কওমের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। বলা হবে, তোমরা কিভাবে এটা জানলে? তারা বলবে আমাদের নিকট আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন যে, রাসূলগণ স্ব স্ব কওমের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। আর এটাই হ'ল আল্লাহ্র বাণী 'আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তোমরা মানবজাতির উপরে সাক্ষ্যদাতা হও এবং রাসূল (মুহাম্মাদ) তোমাদের উপরে সাক্ষ্যদাতা হ'তে পারেন' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৪৩)*।[৭]

৭. আহমাদ হা/১১৫৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮৪; ছহীহাহ হা/২৪৪৮; বুখারী হা/৪৪৮৭; মিশকাত হা/৫৫৫৩ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়-২৮, 'শিঙ্গায় ফুঁৎকার' অনুচ্ছেদ-১, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

বস্তুতঃ ক্বিয়ামতের দিন মানবজাতির উপরে সাক্ষী হবেন নবীকুল শিরোমণি শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যেমন একদিন রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ-কে কুরআন পাঠ করতে বলেন এবং বললেন, إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، 'আমি অন্যের নিকট থেকে এটি শুনতে ভালবাসি'। অতঃপর তিনি যখন এখানে পৌঁছেন, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا– 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব?' *(নিসা-মাদানী ৪/৪১)*। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, أَمْسِكْ، 'থামো'। দেখলাম যে, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ– 'তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে'।[৮]

নিঃসন্দেহে সাক্ষ্যদাতা কেবল তিনিই হ'তে পারেন, যিনি নিরপেক্ষ ও অন্যের চাইতে উত্তম। সে হিসাবে মুসলিম উম্মাহ হবে বিশ্বনেতা। যেমনটি তারা পূর্বে ছিল। কিন্তু এখন তারা হয়েছে আদর্শহারা। ফলে হয়েছে বিশ্বের লেজুড়। এর জন্য দায়ী তারা নিজেরাই। কবি বলেন,

وہ زمانے میں معزّز تھے مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

যুগে যুগে তারা সম্মানিত ছিল মুসলমান হয়ে
আর তোমরা হয়েছ লাঞ্ছিত কুরআন ত্যাগী হয়ে।

(ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ)।

৮. বুখারী হা/৪৫৮২; মুসলিম হা/৮০০; মিশকাত হা/২১৯৫ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়, 'তেলাওয়াতের শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

আমর বিল মা'রূফ হবে কোন পথে?

(الأمر بالمعروف إلى أىّ طريق؟)

(১) আমর বিল মা'রূফ হবে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্বের পথে। যাকে 'তাওহীদুল ইবাদাহ বা উলূহিয়াহ' বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত ও উপাসনায় একত্ব। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ– 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত-মাক্কী ৫১/৫৬)*।

কাফের-মুশরিক সবাই আল্লাহকে 'রব' হিসাবে স্বীকার করে। যাকে 'তাওহীদুর রুবূবিয়াহ' বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনে একত্ব বলা হয়। কিন্তু কেবল এতটুকু স্বীকৃতিতেই কেউ 'মুসলিম' হ'তে পারেনা, যতক্ষণ না সে সার্বিক জীবনে ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র দাসত্ব করে। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা কুরায়েশ নেতা আবু জাহল, আবু লাহাব ও তাদের সাথীরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে স্বীকার করতেন। কিন্তু তারা আল্লাহ্র বিধান সমূহকে এবং তাঁর প্রেরিত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে অস্বীকার করেন। সেকারণ তারা 'মুসলিম' হ'তে পারেননি।

(২) আমর বিল মা'রূফ হবে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর দিকে। যার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে মানুষ নিশ্চিন্ত হবে এবং যার উপরে ভরসা করে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে। এ বিষয়টিতে মানুষ সবচেয়ে বেশী শয়তানী ধোঁকায় পড়েছে। তারা মৃত ব্যক্তিকে বা তাদের মূর্তি-ভাস্কর্য এবং অন্য কিছুকে অসীলা ধরে তার উপরে ভরসা করেছে ও তাদেরকে বিভিন্ন নামে ডেকেছে। অথচ আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'আর আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক এবং তাঁর নাম সমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর। সত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৮০)*।

অতএব আল্লাহ ব্যতীত এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও ছহীহ হাদীছ সমূহে আল্লাহ্র যেসব গুণবাচক নাম বর্ণিত হয়েছে সেগুলি ব্যতীত অন্য কোন নামে আল্লাহকে ডাকা যাবেনা। একে 'তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত' বা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব বলা হয়।

ফলাফল : অবস্থাভেদে আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নাম সমূহ ধরে ডাকলে মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি আসে এবং আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন *(মুমিন/গাফের-মাক্কী ৪০/৬০)*। যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকবে 'ইয়া রাযযাকু'! (হে রূযীদাতা!)। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বলবে 'ইয়া মানে'উ' (হে বিপদহন্তা!)। পথহারা ব্যক্তি বলবে, 'ইয়া হাদী' (হে পথপ্রদর্শক!)। রোগী বলবে, 'ইয়া শাফী' (হে আরোগ্য দানকারী!) ইত্যাদি। এভাবে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে তাঁকে ডেকে মুমিন নিশ্চিন্ত হয় ও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করে।

উপরের বিষয়গুলি ঈমানে মুজমালে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। আর তা হ'ল, اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآءِه وَصِفَاتِه وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِه وَاَرْكَانِه– 'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি। তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে'।

(৩) আমর বিল মা'রূফ হবে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথে। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُلْ لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ– 'তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের একথা বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্যের খবর রাখি না এবং একথাও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবল অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহি করা হয়। তুমি বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা-গবেষণা করবে না?' *(আন'আম-মাক্কী ৬/৫০)*।

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে বা অদৃশ্যের খবর শুনিয়ে বা নিজেকে ফেরেশতা যাহির করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া যাবেনা। বরং সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান অনুসরণের

প্রতি দাওয়াত দিতে হবে। বস্তুতঃ সেযুগের ন্যায় এযুগেও মুসলিম সমাজনেতা ও ধর্মনেতাদের অনেকে 'নূরের নবী' তথা ফেরেশতা নবী মুহাম্মাদকে মানতে আগ্রহী। কিন্তু 'মানুষ নবী' মুহাম্মাদকে নয়। নিজেদের রচিত বিধানের জন্য জীবন দিতে আগ্রহী। কিন্তু ইসলামী বিধানের জন্য নয়।

'অহি-র পথে দাওয়াত' বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথে দাওয়াত বুঝায়। কারু ব্যক্তিগত রায় বা মতবাদের দিকে নয়।

এক্ষণে যদি আমাদের দাওয়াত অহি-র পথে না হয়ে অন্য কিছুর দিকে হয় এবং তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী হয়, তবে তা হবে জাহেলিয়াতের দাওয়াত।

যেমন জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশনা দিয়ে এবং জাহেলিয়াতের দাওয়াত থেকে উম্মতকে সাবধান করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يُّراجِعَ؛ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ-

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি; আর আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন : (১) জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা (৩) তার আনুগত্য করা (৪) (প্রয়োজনে) হিজরত করা এবং (৫) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানালো, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম রাখে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম'।[৯] 'আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন' বলার মধ্যে কথাগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

৯. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৮৯৫; আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; মিশকাত হা/৩৬৯৪ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮ রাবী হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ)।

হকপন্থী দল : একদল মুমিন যখন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তখন তারাই হয় সেই হকপন্থী দল বা জামা'আত। যাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ– 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে, যারা হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবেই থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০)*। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) বলেন, هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ– 'তারা হ'লেন আহলেহাদীছ'।[১০] ইয়াযীদ বিন হারূণ (১১৮-২১৭ হি.) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.) উভয়ে একই কথা বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِىْ مَنْ هُمْ؟ 'তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা'। ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন'।[১১]

ক্বাযী 'ইয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হি.) বলেন, এর দ্বারা ইমাম আহমাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে বুঝাতে চেয়েছেন এবং যারা আহলেহাদীছের আক্বীদা পোষণ করেন'। 'বড়পীর' বলে খ্যাত শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হি.) বলেন, أَهْلُ السُّنَّةِ وَلاَ إِسْمَ لَهُمْ إِلاَّ إِسْمٌ وَّاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ– 'আহলে সুন্নাতের কোন নাম নেই, একটি নাম ব্যতীত। আর সেটি হ'ল আছহাবুল হাদীছ বা আহলুল হাদীছ'।[১২] ছহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, আহলেহাদীছ-

---

১০. তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩, রাবী মু'আবিয়া বিন কুর্রাহ তার পিতা হ'তে।

১১. ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.), ফাৎহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা'রেফাহ, ১৩৭৯ হি.) ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭,৫১২; ১৩/৩০৬, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি./১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.), সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা; শারফ ১৫ পৃ.।

১২. কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর : ১৩৪৬ হি.), ১/৯০ পৃ.।

এর এই দল বীর যোদ্ধা, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, সাধক ও হকপন্থী সকলের মধ্য থেকে হ'তে পারে'।[১৩]

আর তাই যেকোন মূল্যে হকপন্থী লোকদের সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা-মাদানী ৯/১১৯)*। তিনি স্বীয় নবীকে বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– 'আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাঁর চেহারা কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার চক্ষু ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' *(কাহ্ফ-মাক্কী ১৮/২৮)*।

যদি কোথাও হকপন্থী জামা'আত না থাকে, তখন একাই হক-এর দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে জান্নাত লাভের আশায়। ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় স্ত্রী ও ভাতিজা লূত ছাড়া কাউকে সাথী পাননি। তথাপি তাকেই আল্লাহপাক একটি 'উম্মত' হিসাবে ঘোষণা দিয়ে বলেন, إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا، 'নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল একটি উম্মত। যে ছিল আল্লাহ্র প্রতি বিনীত ও একনিষ্ঠ' *(নাহ্ল-মাক্কী ১৬/১২০)*। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ– 'হক'-এর অনুসারীকে জামা'আত বলা হয়, যদিও তুমি একাকী হও'।[১৪] অর্থাৎ হকপন্থী ব্যক্তি

১৩. ইয়াহইয়া বিন শারফ আন-নববী দিমাশক্বী (৬৩১-৬৭৬ হি.), হাশিয়া মুসলিম হা/১৯২০।
১৪. আলবানী, তাহকীক মিশকাত হা/১৭৩-এর হাশিয়া 'ঈমান' অধ্যায়-১ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ-৫।

একা হ'লেও তিনি একাই একটি জামা'আত। এ জন্যেই দেখা গেছে, কোন কোন নবী সারা জীবন দাওয়াত দিয়েও কোন উম্মত পাননি। কেউ মাত্র একজন উম্মত পেয়েছেন'।[১৫] এর অর্থ এটা নয় যে, একাই সবকিছু সম্ভব, জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ সাধ্যমত জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হবে। কাউকে না পেলে একা হ'লেও দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। দল ভারী করার জন্য বাতিলের সাথে মিশে যাওয়া যাবেনা। কুরআনে ও হাদীছে এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে যার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

বুঝের কমবেশীর কারণে নবীদের যুগে কাফির ও মুনাফিক নেতারা নিজেদেরকে সঠিক মনে করত এবং নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত। বর্তমান যুগের মুসলিম-অমুসলিম বিদ্বানগণের অনেকে নিজেদের রায়কে এমনকি সাধারণ মুসলমানগণ নিজেদের খেয়াল-খুশী ও লালিত বিশ্বাসকে সঠিক ভাবতে অভ্যস্ত। এই অহেতুক যিদ ও অহংকার মুসলিম উম্মাহকে অহি-র পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

আমর বিল মা'রূফ-এর প্রধান দু'টি বিষয়বস্তু

(الموضوعان المهمان للأمر بالمعروف)

(১) কালেমায়ে শাহাদাতের প্রতি দাওয়াত :

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ– 'কেবল তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না। আর যারা আল্লাহ্র পথে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে। তারাই হ'ল (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী' *(হুজুরাত-মাদানী ৪৯/১৫)*। অর্থাৎ মানুষকে সর্বাগ্রে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে।

---

১৫. মুসলিম হা/১৯৬ (৩২); মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-১।

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে মু'আয বিন জাবালকে ইয়ামনে প্রেরণের সময় বলেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَلِك، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ،... مُتَّفق عَلَيْهِ–

'তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল' এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহ'লে তাদেরকে প্রথমে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহ'লে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের নিকট থেকে যাকাত নেওয়া হবে ও তাদের দরিদ্রদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে'।[১৬]

(খ) তাবূক যুদ্ধের সফরে সাথী ৩০ হাযার সৈন্য রাস্তায় খাদ্য ও পানির সংকটে পড়েন। একপর্যায়ে তারা একমাত্র বাহন উট নহর করতে উদ্যত হন। তখন ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আপনি যদি সকলের উদ্বৃত্ত রসদ-পত্র একত্রিত করে তাতে দো'আ করে দিতেন, তাহ'লে সেটাই ভাল হ'ত। তখন তাই করা হ'ল। এমনকি এক মুষ্টি গমের দানা ও খেজুরের আঁটি পর্যন্ত চাদরের উপর জমা করা হ'ল। জিজ্ঞেস করা হ'ল গমের দানা ও খেজুরের আঁটি দিয়ে কি করতেন? তারা বললেন, সেটা চুষে পান করতাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাতে বরকতের দো'আ করলেন এবং বললেন, তোমরা তোমাদের পাত্র সমূহ ভরে নাও। তখন সকলে নিজ নিজ পাত্র ভরে নিল। এমনকি বাহিনীর কারু কোন পাত্রই আর খালি রইল না। এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। কিছু উদ্বৃত্তও থেকে গেল। এসময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لاَ

১৬. বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়-৬, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যে ব্যক্তি এ দু'টি বিষয়ের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই নিশ্চিত বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/২৭ (৪৪-৪৫)*। এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা।

(২) ঈমানের ৬টি স্তম্ভের প্রতি দাওয়াত :

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا– 'হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র উপরে, তাঁর রাসূলের উপরে এবং ঐ কিতাবের উপরে যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং ঐ সকল কিতাবের উপরে, যা তিনি নাযিল করেছিলেন ইতিপূর্বে। আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর, সে দূরতম ভ্রান্তিতে নিপতিত হ'ল' *(নিসা-মাদানী ৪/১৩৬)*। তিনি বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ– 'আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাণ মত' *(ক্বামার-মাক্কী ৫৪/৪৯)*। যাকে 'তাক্বদীর' বলা হয়।

উপরোক্ত ৬টি বিষয় এসেছে হাদীছে জিব্রীলে। যেখানে জিব্রীল (আঃ) মানুষের রূপ ধারণ করে নিজে এসে ছাহাবীদের প্রশিক্ষণ দেন। এসময় ঈমান কি? তার এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، 'তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে'।[১৭]

১৭. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়-১, অনুচ্ছেদ-১, রাবী ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)।

উক্ত ৬টি স্তম্ভের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকে একত্রে 'ঈমান' বলা হয়। যা 'ঈমানে মুফাছ্ছাল' হিসাবে পরিচিত। এ ছয়টির কোন একটিকে অবিশ্বাস করলে বা কোন একটিতে সন্দেহ পোষণ করলে সে আর মুমিন থাকে না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'আর যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফরী করে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৫)*। অর্থাৎ তার কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকট কবুল হবেনা।

ঈমানের বিপরীত হ'ল কুফর ও শিরক। যার একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ– 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর (সেখানে) যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৭২)*। তিনি বলেন, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِينَ– 'যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে অবশ্যই তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(৬৫)*। 'বরং তুমি স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(যুমার-মাক্কী ৩৯/৬৫-৬৬)*।

তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা-মাদানী ৪/৪৮, ১১৬)*।

অতএব যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে বা এসবে মিথ্যারোপ করে বা সন্দেহ করে, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতএব তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস ব্যতীত আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবেনা। বান্দার নিকটেও তার কোন সৎকর্ম কবুল হবেনা স্রেফ সাময়িক প্রশংসা কুড়ানো ব্যতীত।

আমর বিল মা'রূফ-এর ফযীলত

(فضيلة الأمر بالمعروف)

(১) আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ– 'ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত-মাক্কী ৪১/৩৩)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ– 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎকর্মের পথ দেখায়, সে ঐ সৎকর্ম সম্পাদনকারীর সমতুল্য ছওয়াব পায়'।[১৮]

(৩) তিনি বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

'যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী লোকদের সমান নেকী পায়। এতে ঐ লোকদের নেকীতে কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে সে ব্যক্তির উপর তার অনুসারীদের সমান পাপ হয়। এতে ঐ পথভ্রষ্টদের পাপে কোনরূপ কমতি করা হবে না'।[১৯]

(৪) খায়বার যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণকালে আলী (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى

১৮. মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯ 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০, 'কুরায়েশদের মর্যাদা ও গোত্র সমূহের পরিচিতি' অনুচ্ছেদ-১, রাবী আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ)।

১৯. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮ 'ঈমান অধ্যায়-১ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ-৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ– 'তুমি ধীর-স্থিরভাবে এগিয়ে যাও, যতক্ষণ না তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হও। অতঃপর তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও এবং তাদেরকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত কর। কেননা আল্লাহর কসম, যদি একজন ব্যক্তিকেও আল্লাহ তোমার মাধ্যমে হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চাইতেও উত্তম হবে'।[২০] এর মধ্যে দাওয়াতের গুরুত্ব যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি যুদ্ধের ময়দানেও রাসূল (ছাঃ)-এর শান্তিবাদী নীতি ফুটে উঠেছে।

(৫) আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/২০০)*। ধৈর্যধারণ করার চাইতে ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা করা ও ধৈর্য্যে দৃঢ় থাকা অধিকতর কঠিন কাজ *(জাযায়েরী)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَن مَّاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِّنَ الْفَزَعِ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় সদাপ্রস্তুত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে তার সকল সৎকর্মের নেকী জারী রাখেন এবং তার উপর শহীদের ন্যায় রিযিক অব্যাহত রাখেন। সে কবরের ফেৎনা হ'তে নিরাপদ থাকে। আর আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপদ ও ভীতিহীন অবস্থায় উঠাবেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَن رَّابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ،... 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন বা একরাত সদাপ্রস্তুত থাকে, তার জন্য একমাস ছিয়াম ও

২০. বুখারী হা/৩০০৯; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০ 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০, 'কুরায়েশদের মর্যাদা ও গোত্র সমূহের পরিচিতি' অনুচ্ছেদ-১, রাবী সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ)।

ক্বিয়ামের সমান নেকী লেখা হয়'... *(নাসাঈ হা/৩১৬৭, রাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)*। যুগে যুগে অস্ত্র যুদ্ধের চাইতে আক্বীদার যুদ্ধ বেশী ছিল, এখনও আছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মের মুখোশ ধরে প্রবেশ করে। অতঃপর সেখানে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাছিল করে। অতএব দ্বীনের সত্যিকারের পাহারাদারদেরকে সর্বদা চোখ-কান খোলা রেখে পা বাড়াতে হবে।

ছবর তিন প্রকার। (১) বিপদে ছবর করা (الصَّبْرُ فِى الْمُصِيبَةِ)। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষ এটি করতে বাধ্য হয়। তবে অনেকে অধৈর্য হয়ে আত্মহত্যা করেন। যা নিষিদ্ধ ও মহাপাপ *(নিসা ৪/২৯)*। (২) গোনাহ থেকে ছবর করা (الصَّبْرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ)। অর্থাৎ গোনাহ থেকে বিরত থাকা। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) যুলায়খার অন্যায় কামনা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন *(ইউসুফ-মাক্কী ১২/২৪)*। এছাড়া পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে বেঁচে যাওয়া প্রসিদ্ধ তিন যুবকের একজন তার প্রেমিকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিল *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯৩৮)*। (৩) আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর ছবর করা (الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ)। অর্থাৎ যেকোন মূল্যে নিজেকে আল্লাহ্র আনুগত্যের উপরে দৃঢ় রাখা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর' *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬৫, রাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ)*।

উক্ত তিনটি ছবরের মধ্যে প্রথমটি 'সাধারণ'। দ্বিতীয়টি 'উত্তম' (حَسَن) এবং তৃতীয়টি 'সর্বোত্তম' (أَحْسَن)। আর আল্লাহ্র পথে দৃঢ় ও সদাপ্রস্তুত মুমিনদের এটাই হ'ল প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ– 'আর আমরা বনু ইস্রাঈলদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করেছিলাম তাদের ধৈর্যশীলতার কারণে। যারা আমাদের নির্দেশ মতে পথ প্রদর্শন করত। আর তারা আমাদের আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করত' *(সাজদাহ-মাক্কী ৩২/২৪)*। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ

الْجَسَدِ، 'ঈমানের মধ্যে ধৈর্য্যের স্থান দেহের মধ্যে মাথার ন্যায়'। বিগত একজন বিদ্বান বলেছেন, بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تَنَالُ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ، 'ধৈর্য ও দৃঢ়বিশ্বাসের মাধ্যমে তুমি দ্বীনের নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

(৮) অলস ও বিলাসীদের ধমক দিয়ে এবং আল্লাহ্র পথে সদাপ্রস্তুত মুমিনের জন্য সুসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ. تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتُقِشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثُ رَأْسُهُ مُغَبَّرَةٌ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَّهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ– 'ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম। যদি তাকে দেওয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেওয়া হয় তাহ'লে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক ও অধঃপতিত হোক। যদি তার পায়ে কাঁটা বিঁধে, তবে তা যেন কেউ উঠিয়ে না দেয়। আর ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে সর্বদা আল্লাহ্র রাস্তায় প্রস্তুত থাকে। যার চুল বিক্ষিপ্ত ও পা ধূলি ধূসরিত। যদি সে পাহারায় নিযুক্ত হয়, তাহ'লে সে পাহারায় থাকে। আর যদি সে দলের পশ্চাতে নিযুক্ত হয়, তাহ'লে সে পশ্চাতে থাকে। সে কারু সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। আর সে কারু জন্য সুফারিশ করলে তা কবুল করা হয় না'।[২১]

(৯) **দাঈগণ শিক্ষক সমতুল্য :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ– 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান

২১. বুখারী হা/২৮৮৭; মিশকাত হা/৫১৬১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

ও যমীনের অধিবাসীরা এমন কি পিপীলিকা তার গর্তে ও মাছ পানির মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য দো'আ করে যে মানুষকে উত্তম কথা শিক্ষা দেয়'।[২২] আল্লাহ্র পথের দাঈগণ সমাজের শিক্ষক তুল্য। অতএব তাদেরকে উক্ত মর্যাদা হাছিলের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

(১০) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন, وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا– 'কিন্তু আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন শিক্ষক হিসাবে ও সহজকারী হিসাবে' *(মুসলিম হা/১৪৭৮; মিশকাত হা/৩২৪৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

আমর বিল মা'রূফের দাঈদের সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকতে হয় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ হাদীছের সন্ধানে দূর-দূরান্তে গমন করতেন। যেমন তাবেঈ বিদ্বান কাছীর বিন ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকটে একজন লোক এসে পৌঁছল এবং বলল, হে আবুদ্দারদা! আমি রাসূলের শহর মদীনা থেকে আপনার নিকট শুধু একটি হাদীছের জন্য এসেছি। এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে আসিনি। শুনেছি আপনি নাকি হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করে থাকেন। জবাবে আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ يسْتَغْفر لَهُ من فِي السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ–

'যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের একটি পথে পৌঁছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ তার

২২. তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, রাবী আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)।

সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা সমূহ বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য আসমানে ও যমীনে যারা আছে সবাই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ও দো'আ করে। এমনকি মাছ পানির মধ্যে থেকেও (ক্ষমা প্রার্থনা করে)। আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব আবেদের উপর যেমন পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব নক্ষত্ররাজির উপর। আর আলেমগণ হচ্ছেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা কেবল রেখে যান ইল্ম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্ম অর্জন করেছে, সে রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে'।[২৩]

ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, (الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ) দ্বীনী ইলমই প্রকৃত ইলম, যা মানুষকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে *(ফাৎহুল বারী ১/১৬০ পৃ.)*। যা আল্লাহ্র নিকট থেকে আগত। এটি অর্জন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)*। তবে ঐ আলেম বা শিক্ষককে অবশ্যই যোগ্য ও মুত্তাক্বী হ'তে হবে। যেমন খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) বলেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ– 'নিশ্চয়ই এই ইলম হ'ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন শিখছ' *(মুসলিম 'ভূমিকা' খণ্ড ১৫ পৃ.)*। অতএব শিরক ও বিদ'আতপন্থী আলেমদের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবেনা।

আমর বিল মা'রূফ-এর দাঈকে সাহায্যকারীর মর্যাদা :

(ক) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। যেমন তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ– 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ'লে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলিকে দৃঢ় করবেন' *(মুহাম্মাদ-মাদানী ৪৭/৭)*। তিনি আরও বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ– 'আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে' *(হজ্জ-মাদানী ২২/৪০)*। 'তাঁকে সাহায্য করে' অর্থ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করে *(কুরতুবী; ইবনু কাছীর)*। আর

২৩. আবুদাঊদ হা/৩৬৪১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়।

'দ্বীনকে সাহায্য করা' অর্থ দ্বীনের দাঈকে সাহায্য করা। যেভাবে ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন।

বস্তুতঃ আমর বিল মা'রূফ-এর দাঈকে দাওয়াতের কাজে যিনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করবেন, তিনিও অনুরূপ নেকীর হকদার হবেন। যার যবান আছে তিনি যবান দিয়ে, যার মাল আছে তিনি মাল দিয়ে অথবা দাওয়াত দাতার সাথী হয়ে তাকে সাহস ও সমর্থন যুগিয়ে দাওয়াতকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন। হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাঊনের নিকটে দাওয়াত দিতে যান, তখন ভাই হারূণকে তিনি সাথী হিসাবে আল্লাহ্র নিকট থেকে চেয়ে নেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য *(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/৩১)*।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধকারী কোন ব্যক্তিকে উপকরণের ব্যবস্থা করল, সেও জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গের দেখাশোনা করল, সেও জিহাদ করল'।[২৪]

(গ) আল্লাহ তাকে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেন :

যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَآئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ– نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(৩০)*। 'আমরা তোমাদের বন্ধু ইহকালে ও পরকালে। আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত-মাক্কী ৪১/৩০-৩১)*।

২৪. বুখারী হা/২৮৪৩; মুসলিম হা/১৮৯৫; মিশকাত হা/৩৭৯৭ রাবী যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ)।

ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করার বাস্তব প্রমাণ বদরের যুদ্ধে দেখা গেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُرْدِفِينَ– 'যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের সে প্রার্থনা কবুল করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাযার ফেরেশতা দিয়ে' *(আনফাল-মাদানী ৮/৯)*।[২৫] বস্তুতঃ মুসলমানদের বিগত বিজয় সমূহের মূল চাবিকাঠি নিহিত ছিল যুদ্ধের সময় আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে।

(ঘ) আল্লাহ তাকে অজানা উৎস থেকে সাহায্য করেন :

যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا– وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন' *(২)*। 'আর তিনি তাকে তার অজানা উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন' *(তালাক-মাদানী ৬৫/২-৩)*।

অতএব সর্বাবস্থায় সকল সৎকর্মের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তবেই আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ– 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি স্মরণ করে না উভয়ের উপমা হ'ল জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়'।[২৬] অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করলেই মুমিনের হৃদয়ে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের জাযবা সৃষ্টি হয়।

---

২৫. বিস্তারিত বিবরণ দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'বদর যুদ্ধ' অধ্যায় 'ফেরেশতাগণের অবতরণ' অনুচ্ছেদ ৩০১ পৃ.।

২৬. বুখারী হা/৬৪০৭; মুসলিম হা/৭৭৯; মিশকাত হা/২২৬৩ রাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)।

নইলে শয়তানী ধোঁকা তাকে দুর্বল করে দেয়। আল্লাহ বলেন, أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ– 'মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ-মাদানী ১৩/২৮)*। এজন্য হাদীছ সমূহে বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন দো'আ বর্ণিত হয়েছে। যা পড়ে মুমিন আল্লাহ্র উপর নিজেকে সোপর্দ করে এবং হৃদয়ে অজেয় শক্তি লাভ করে।

৯২ হিজরীতে স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে ভূমধ্যসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে সেনাপতি তারেক বিন যিয়াদ তার বাহিনীর উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, أَيُّهَا النَّاسُ! أَيْن الْمَفرُّ، الْبَحْرُ مِن وَّرَائِكُم والْعَدُوُّ أمامَكُم، فَلَيْسَ لكم وَاللهِ إلاَّ الصِّدقُ والصبرُ– 'হে লোকসকল! কোথায় তোমরা পালাবে? সমুদ্র তোমাদের পিছনে, শত্রু তোমাদের সামনে। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের কিছুই নেই সততা ও দৃঢ়তা ব্যতীত'।[২৭] এসময় তাদের নিকট কেবল তরবারি ও কয়েক দিনের খাদ্য ছিল। অথচ এযুগে কেবল অস্ত্র বেড়েছে, ঈমান বাড়েনি। ভরসা বেড়েছে অস্ত্রের উপর, আল্লাহ্র উপরে নয়।

আমর বিল মা'রূফ-এর পূর্বশর্ত (المتطلبات القبلية للأمر بالمعروف)

(১) বিষয়ের উপর সম্যক জ্ঞান থাকা : অর্থাৎ যে বিষয়ে দাওয়াত দেওয়া হবে, সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْآ إِلَى اللهِ عَلى بَصِيْرَةٍ،... 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে'... *(ইউসুফ-মাক্কী ১২/১০৮)*। অর্থাৎ দাওয়াত হবে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে, তাক্বলীদী জ্ঞান সহকারে নয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، 'কথা ও কাজের

২৭. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনু খাল্লেকান ইরবেলী ইরাকী, পরে দিমাশক্বী (৬০৮-৬৮১ হি.), অফিয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আম্বাউ আবনাইয যামান (বৈরূত : দার ছাদের, ১৯০০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত বিভিন্ন সালে প্রকাশিত, মোট ৭ খণ্ডে সমাপ্ত, সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩,২২৭) ৫/৩২১ পৃ.।

পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা'। তিনি দলীল এনেছেন আল্লাহ্র নির্দেশ হ'তে فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، 'তুমি জ্ঞান অর্জন কর এ বিষয়ে যে, কোন উপাস্য নেই আল্লাহ ব্যতীত এবং তুমি তোমার গোনাহের জন্য ক্ষমা চাও' *(মুহাম্মাদ-মাদানী ৪৭/১৯)*। এখানে আল্লাহ কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। অতএব স্থান-কাল-পাত্র বুঝে প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দিতে হবে। সাথে সাথে গোনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দানের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোন পাপের কাজে ব্যস্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র সাহায্য পাবেনা।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর গোনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়ার যে নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন, সেটি হ'ল আল্লাহ্র প্রতি অধিক দাসত্ব প্রকাশের জন্য (تعبّد)। তাছাড়া এর মাধ্যমে উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা সর্বদা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং দাওয়াত দেওয়ার শুরুতে হামদ-ছানা ও ইস্তেগফার করে।

আয়াতটির মধ্যে আরও দু'টি বিষয় রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইশা'আতে ইসলাম ও হেফাযতে ইসলাম। প্রথমটির মধ্যে মৌখিক ও লেখনীর দাওয়াত বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়টির মধ্যে সংগঠনের মাধ্যমে দ্বীনের হেফাযতের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এক কথায় কথা, কলম ও সংগঠনের নির্দেশনা রয়েছে অত্র আয়াতে।

(২) ধৈর্যশীল ও নম্রভাষী হওয়া : যেমন আল্লাহ মূসা ও হারূণকে ফেরাঊনের নিকট প্রেরণের সময় বলেন, فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى-... قَالَ لاَ تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَى- 'অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে'।... 'আল্লাহ বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সবকিছু শুনব ও দেখব' *(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/৪৪, ৪৬)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, فَبِمَا

رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ– 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণেই তুমি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি রূঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৫৯)*। এতে বুঝা যায় যে, আক্বীদা হবে মযবুত। কিন্তু আচরণ হবে নরম।

(৩) হেদায়াতের আকাংখী হওয়া : অর্থাৎ যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে তার হেদায়াতের আকাংখী হ'তে হবে। কারণ তার প্রতি বিদ্বেষী হ'লে দাওয়াত ফলপ্রসূ হবেনা। যেমন ১০ম নববী বর্ষে ত্বায়েফে দাওয়াত দিয়ে ফেরার পথে নির্যাতিত ও রক্তাক্ত রাসূলকে যখন পাহাড় সমূহের পরিচালক ফেরেশতা 'মালাকুল জিবাল' বলেন, আপনি চাইলে আমি 'আখশাবাইন' অর্থাৎ মক্কার আবু কুবায়েস ও কু'আইক্বা'আন পাহাড় দু'টিকে কাফেরদের উপর চাপিয়ে তাদের পিষে মেরে ফেলব। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, بَلْ أَرْجُو أَنْ يُّخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا– 'বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের ঔরস থেকে এমন সব সন্তান বের করে আনবেন, যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[২৮] এর মধ্যে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে বদ দো'আর বদলে তাদের হেদায়াতের আকাংখা ফুটে উঠেছে। যার মধ্যে আমর বিল মা'রূফের অনন্য নীতি বর্ণিত হয়েছে।

---

২৮. মুসলিম হা/১৭৯৫; বুখারী হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৫৮৪৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-১, রাবী আয়েশা (রাঃ); দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'ত্বায়েফ সফর' অধ্যায়, ১৮৭ পৃ.।

সূচীপত্র

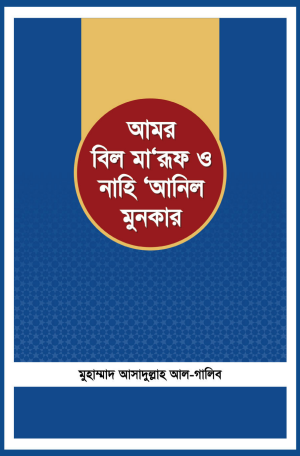

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে কুরআন ও হাদীছের সটীক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ।
- দৈনন্দিন মাসায়েল ও ব্যবহারবিধির উপরে খণ্ডাকারে পুস্তিকা প্রকাশ।
- আক্বীদা ও আমল বিষয়ক বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ ও অন্যান্য যরূরী পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
www.hadeethfoundationbd.com